- বর্ষ ২০২৫
- সংখ্যা ০৩
- জুলাই - সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২৪ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

অভিনন্দন পারভীন মাহমুদ এফসিএ !

সাফা লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন

পারভীন মাহমুদ উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একনাবিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস ফার্ম এর পার্টনার ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শ্রীলঙ্কার City of Dreams-এ আয়োজিত SAFA Women Leadership Award অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা গ্রহণ করেন। পারভীন মাহমুদ উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একনাবিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস ফার্ম এর পার্টনার ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

এছাড়া তিনি লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের Progressive Melvin Jones Fellwo হিসেবেও স্বীকৃত। পারভীন মাহমুদ বাংলাদেশের দ্যা ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (আইসিএবি) এর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ও সাফা-এর প্রথম নারী বোর্ড সদস্য হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), মাইডাস, হার স্টোরি ফাউন্ডেশন এবং শাশা ডেনিমস পিএলসি এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি ইউসেপ বাংলাদেশ ও অ্যাসিড

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

ঘাসফুলের সম্মানিত নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (SAFA) কর্তৃক প্রদত্ত ২০২৫ সালের লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। তিনি

রাজশাহী বিভাগের সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ

ব্র্যাক–ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তি সম্পাদন

দেশের সুবিধাবঞ্চিত কিশোর–কিশোরী ও তরুণ–তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ও ব্র্যাক-এর মধ্যে গত ১০ সেপ্টেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানীর ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিতে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের হেড অব প্রোগ্রাম (এসডিপি) কাজী রওশান আরা, হেড

অব অপারেশন (এসডিপি) আল ইমরান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার শরিফ আহমেদ নঈম। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক (অপারেশন) জয়ন্ত কুমার বসু এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। এছাড়াও ব্র্যাকের অর্থ ও পার্টনারশিপ বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

চুক্তি অনুযায়ী, PRISE কর্মসূচি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোট পাঁচটি

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সাফা লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন

.... ১ম পৃষ্ঠার পর

সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে Top 50 Professional & Career Women Award 2023 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবারের SAFA Women Leadership Award অনুষ্ঠানটি শ্রীলঙ্কার Institute of Cost Management Accountants-এর সিলভার জুবিলি উপলক্ষে আয়োজিত International Management Accounting Conference 2025-এর অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁর এই অসামান্য অর্জনে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে আনন্দিত ও গর্বিত। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ফুলেল অভিনন্দন। পাশাপাশি তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আগামীতেও তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নারী নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক অগ্রযাত্রা ও টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে যাবে।

ব্র্যাক–ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তি সম্পাদন

.... ১ম পৃষ্ঠার পর

উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং স্থায়ী কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বক্তারা জানান, এ উদ্যোগ রাজশাহী বিভাগের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং তরুণদের কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, ঘাসফুল ও ব্র্যাকের এই অংশীদারিত্ব দেশের যুব উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

‘জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’

ঘাসফুলের দুই দিনব্যাপী চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

প্রথমদিন ০৬ আগস্ট চট্টগ্রামের ওয়াজেদীয়া অনন্যা আবাসিক এলাকার নিকটস্থ ঘাসফুলের নিজস্ব জমিতে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইদিনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে পৃথক আরও দুটি কর্মসূচিতে ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছের চারারোপণ ও বিতরণ করা হয়।

‘জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল দুই দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করে। গত ০৬ ও ০৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মকে বাস্তবভিত্তিক সবুজায়ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

কর্মসূচির প্রথমদিন ০৬ আগস্ট চট্টগ্রামের ওয়াজেদীয়া অনন্যা আবাসিক এলাকার নিকটস্থ ঘাসফুলের নিজস্ব জমিতে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইদিনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে পৃথক আরও দুটি কর্মসূচিতে ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছের চারারোপণ ও বিতরণ করা হয়।

পরদিন ০৭ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আরও ৫০টি গাছের চারারোপণ ও বিতরণ করা হয়। এ আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রিজিওনাল কনসালটেন্ট ও সহকারী পরিচালক (সিসি) ডা. শামীমা হাসনাতসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলোতে ঘাসফুলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, মেহাম্মদ আরিফ, মো. কহিনুর ইসলাম, এস. এস. রাজীব দে, সুমন দে ও মো. আলমগীর হোসেনসহ সংস্থার অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

ঘাসফুলের এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

ঘাসফুলের মানবিক কার্যক্রম

প্রয়াত কর্মীদের পরিবার ও অসুস্থ সহকর্মীর পাশে ঘাসফুল

পতেঙ্গা শাখার সাবেক জুনিয়র কর্মকর্তা প্রয়াত শ্রী এ্যানি দে'র স্বামীর হাতে ৫,০১,৯২০/- টাকা, একই শাখার সাবেক সহকারী কর্মকর্তা প্রয়াত রীনা রাণী পোদ্দার এর স্বামীর হাতে ৫,১০,৮০০/- টাকার সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। অপরদিকে ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখার হিসাবরক্ষক মোঃ নিজাম উদ্দিনের চিকিৎসা সহায়তার জন্য সহকর্মীদের পক্ষ থেকে সংগৃহীত ৬৩,৬৮০ টাকা তাঁর বাসায় গিয়ে হস্তান্তর করা হয়।

মানবিক দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার অংশ হিসেবে ঘাসফুল নিয়মিতভাবে প্রয়াত কর্মীদের পরিবার এবং অসুস্থ সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে আসছে।

ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখার সাবেক জুনিয়র কর্মকর্তা শ্রী এ্যানি দে দীর্ঘদিন ফুসফুসজনিত জটিল রোগে ভুগে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পরিবারকে সহযোগিতার অংশ হিসেবে ২০ জুলাই ২০২৫ ঘাসফুল স্টাফ কল্যাণ ও নিরাপত্তা তহবিল থেকে তাঁর স্ত্রীর হাতে ৫,০১,৯২০ টাকার একটি সহায়তার চেক হস্তান্তর করা হয়।

এছাড়া একই শাখার সাবেক সহকারী কর্মকর্তা রীনা রাণী পোদ্দার অসুস্থতাজনিত কারণে গত ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। সহমর্মিতা ও কল্যাণমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে তাঁর স্বামীর হাতে ৫,১০,৮০০ টাকার একটি সহায়তার চেক প্রদান করা হয়।

অপরদিকে, ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখার হিসাবরক্ষক মোঃ নিজাম উদ্দিনের চিকিৎসা সহায়তার জন্য সহকর্মীদের পক্ষ থেকে সংগৃহীত ৬৩,৬৮০ টাকা ৩ আগস্ট ২০২৫ তাঁর বাসায় গিয়ে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপক (হিসাব) মোস্তফা জামাল উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (অডিট) ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী এবং উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) ইরফান বিন মফিজ।

ঘাসফুল কর্তৃপক্ষ জানান, কর্মীদের কল্যাণ ও প্রয়োজনে তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সংস্থার মানবিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ভবিষ্যতেও ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে।

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা

মরহুম লুৎফর রহমানের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

গত ০১ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফুর রহমানের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। মরহুমের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ উপলক্ষে ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে দুস্থ ও এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে খাদ্য বিতরণ এবং খতমে কোরআন ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

১৪ জুলাই: বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৫

"ন্যায্য ও সম্ভাবনাময় বিশ্বে পছন্দের পরিবার গড়তে তারুণ্যের ক্ষমতায়ন"

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য নির্দেশ করছে যে, একটি ন্যায্য ও সম্ভাবনাময় বিশ্ব গঠনের জন্য তরুণ-যুবাদের পছন্দ এবং সিদ্ধান্তকে সম্মান ও সহায়তা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের প্রতিনিধি ক্যাথরিন বর্রিন কামকং এই দিবসে তরুণদের সক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় জনসংখ্যা নীতিমালা সংশোধনকে মানবাধিকার, পছন্দের স্বাধীনতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে নানা ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এখনও বহু কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণী মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, জীবন দক্ষতা শিক্ষা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক অঞ্চলে, নারীর স্বাধীনতা ও সুযোগ সীমিত এবং পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রমে তরুণরা পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে তরুণ-যুব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ মিলিয়ন। এটি শুধু একটি বড় সংখ্যা নয়; এটি একটি বড় সম্ভাবনা এবং বড় চ্যালেঞ্জও। এই জনগোষ্ঠী যথাযথ শিক্ষা, দক্ষতা এবং স্বাস্থ্যসেবা পেলে দেশের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে। কিন্তু যদি তাদের সুযোগ ও অধিকার বাধাগ্রস্থ থাকে, তবে তারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছিয়ে পড়বে। এটি শুধু ব্যক্তি বা পরিবার নয়, পুরো সমাজের জন্য প্রভাব বিস্তার করবে।

তরুণরা সাধারণত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, কবে বিয়ে করবেন, কখন সন্তান নেবেন এবং কিভাবে পরিবার গঠন করবেন। এই সিদ্ধান্ত গুলোকে সম্মান করা, সমান সুযোগ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কিশোরী বিয়ে, কিশোরী মাতৃত্ব, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক সংকট তরুণদের স্বাধীনতা ও পছন্দের অধিকারকে সীমিত করছে। বাংলাদেশে ১৬ বছরের আগে বিয়ে হয় ২৬.৭ শতাংশ কিশোরীর, আর ১৮ বছরের আগে ৫০.৭ শতাংশের। এই বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরী মাতৃত্ব, শিক্ষাবঞ্চিত হওয়া এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৮.২৩ বিলিয়ন। এদের মধ্যে ১.২৮ বিলিয়ন মানুষ ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমে কমলেও তরুণদের এই বৃহৎ অংশকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ বাড়তে থাকবে। এ পরিস্থিতিতে, তরুণদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার সহজলভ্য করা এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করা অতীব জরুরি।

শিক্ষা হচ্ছে তরুণদের ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি। সঠিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা শেখালে তারা দেরিতে বিয়ে, দেরিতে সন্তান নেওয়া এবং স্বাস্থ্য সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তারা নিজেদের শরীর, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হবে। এর ফলে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সহজ হবে, কিশোরী মাতৃত্ব ও অনিয়মিত গর্ভধারণ কমবে এবং দারিদ্র্যের চক্র হ্রাস পাবে।

তরুণ-যুবাদের ক্ষমতায়ন নির্ভর করছে যুববান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ওপর। জেন্ডার সমতা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা, চাকরি, নেতৃত্ব এবং সামাজিক কর্মকান্ডে। যুব ও কিশোরীরা সন্তান লালন-পালন, মানসিক উন্নয়ন এবং সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে অংশগ্রহণ করলে একটি ন্যায্য ও সম্ভাবনাময় সমাজ গড়ে উঠবে।

একটি টেকসই বাংলাদেশ এবং বিশ্ব গঠনের জন্য প্রয়োজন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তরুণ-যুবাদের কণ্ঠস্বরকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা, ক্ষতিকারক সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং যুব নেতৃত্বে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

আজকের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস শুধু সংখ্যা বা পরিসংখ্যানের দিন নয়। এটি একটি মানবিক ঘোষণা, যেখানে তরুণ-যুবাদের পছন্দের স্বাধীনতা, সুযোগ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্ভাবনাময় সমাজ গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশের জন্য এটি নতুন প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যকর, শিক্ষিত এবং সক্ষম জীবন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৫-কে আমরা উদযাপন করি আশাবাদী প্রত্যাশা, সঠিক তথ্য, শিক্ষার অধিকার এবং তরুণদের ক্ষমতায়নকে সামনে রেখে।

চিকেন কিউব মডেলে দেশী মুরগী পালন: গ্রামীণ অর্থনীতি ও পুষ্টির টেকসই সমাধান

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন, পুষ্টি নিরাপত্তা ও ক্ষুদ্র আয়ের বাস্তবতায় দেশী মুরগী পালন দীর্ঘদিন ধরেই একটি পরিচিত ও কার্যকর উদ্যোগ। তবে খোলা পদ্ধতিতে মুরগী পালনের ক্ষেত্রে রোগব্যাধি, শিয়ালুবেজি বা কুকুরের আক্রমণ, খাদ্যের অপচয় এবং অপ্রত্যাশিত মৃত্যুহারের কারণে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে চিকেন কিউব মডেলে দেশী মুরগী পালন একটি বাস্তবসম্মত, স্বল্পব্যয়ী ও টেকসই বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে।

চিকেন কিউব বলতে সাধারণত একটি ছোট, সুশৃঙ্খল ও উঁচু কাঠামোকে বোঝায়, যা বাঁশ, কাঠ বা লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরি করা হয় এবং মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে স্থাপন করা হয়। এর ফলে বর্ষাকালে পানি জমে যাওয়ার ঝুঁকি কমে, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরি হয় না এবং মুরগীর রোগ সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। একই সঙ্গে শিয়াল, বেজি বা অন্যান্য বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকেও মুরগী নিরাপদ থাকে। সীমিত জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে মুরগী রাখার সুযোগ তৈরি হওয়ায় গ্রামের বাড়ির আঙিনা, এমনকি ছোট উঠানেও এই মডেল সহজে স্থাপন করা যায়।

দেশী মুরগী বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে নিতে সক্ষম। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি, খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং অল্প যত্নেও টিকে থাকার সক্ষমতা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দেশী মুরগীর ডিম ও মাংসের স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ গ্রাহকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়, ফলে বাজারে এর চাহিদা ও মূল্য দুটোই তুলনামূলক বেশি। চিকেন কিউব মডেলে পালনের ফলে এই দেশী মুরগীগুলোর পরিচর্যা সহজ হয়, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ডিম পাড়ার হার নিয়মিত থাকে। এতে মুরগীর মৃত্যুহার কমে এবং পরিবারের আর্থিক লাভের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

গ্রামীণ নারীদের জন্য এই মডেল বিশেষভাবে সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে নারীরা গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি ঘরের আঙিনায় মুরগী পালন করে থাকেন। চিকেন কিউব মডেলে ১০ থেকে ১৫টি দেশী মুরগী পালন করতে খুব বেশি জায়গা বা বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় না। সামান্য পুঁজি, স্থানীয়ভাবে পাওয়া উপকরণ এবং প্রাথমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীরা নিজেরাই এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন। এতে একদিকে পরিবারের জন্য নিয়মিত ডিম ও মাংসের জোগান নিশ্চিত হয়, অন্যদিকে অতিরিক্ত ডিম বা মুরগী বিক্রি করে নগদ আয় করা সম্ভব হয়। অনেক এলাকায় দেখা গেছে, একটি পরিবার বছরে কয়েক হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় করতে পারছে, যা শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা বা পারিবারিক অন্যান্য ব্যয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পুষ্টি নিরাপত্তার দিক থেকেও চিকেন কিউব মডেলে দেশী মুরগী পালন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে এখনও শিশু ও নারীদের মধ্যে অপুষ্টির হার উদ্বেগজনক। দেশী মুরগীর ডিম উচ্চমানের প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ, যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারের নিজস্ব উৎপাদন হওয়ায় ডিম সহজলভ্য থাকে এবং নিয়মিত গ্রহণের প্রবণতা বাড়ে। এতে বাজার নির্ভরতা কমে এবং খাদ্য নিরাপত্তা আরও মজবুত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতায় এই মডেলের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি বা জলাবদ্ধতার সময় মাটি থেকে উঁচুতে থাকা চিকেন কিউব মুরগীকে নিরাপদ রাখে। একই সঙ্গে মুরগীর বিষ্ঠা সংগ্রহ করে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যা বাড়ির সবজি বা ফলের গাছে প্রয়োগ করা হলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চা উৎসাহিত হয়। এভাবে চিকেন কিউব মডেল একটি ছোট পরিসরের সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠে, যেখানে পশুপালন ও সবজি চাষ একে অন্যকে সহায়তা করে।

তবে এই মডেল পুরোপুরি সফল করতে হলে কিছু বাস্তব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। নিয়মিত টিকা প্রদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা না থাকলে রোগের ঝুঁকি থেকেই যায়। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণ বা উপকরণ সহায়তা প্রদান করা গেলে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য এই মডেল আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে।

সব দিক বিবেচনায় বলা যায়, চিকেন কিউব মডেলে দেশী মুরগী পালন শুধু একটি আয়বর্ধক উদ্যোগ নয়; এটি গ্রামীণ জীবনে পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদার, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন, পরিবেশবান্ধব চর্চা এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নের একটি বাস্তব ও কার্যকর পথ। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এই মডেল আরও বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা গেলে নীরবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে গ্রামীণ উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫ উদযাপনঃ
প্রযুক্তি ও দক্ষতায় যুবসমাজ হবে আত্মনির্ভরশীল

গত ১২ আগস্ট ২০২৫ সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রামেও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল–"প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি"। যুব উন্নয়ন অধিদফতর ও ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) শারমিন জাহান। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুব উন্নয়ন অধিদফতরের উপপরিচালক মোহাম্মদ আবুল বাসার।

বক্তারা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল শক্তি যুবসমাজ। প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন ও আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে তরুণরা শুধু নিজেদের জীবনে নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। প্রধান অতিথি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান সম্পদে পরিণত করতে যৌথ উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে ঘাসফুলসহ ইপসা, বিশ্বাস যুব উন্নয়ন সংস্থা, ইকো ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল সংবাদ

কিডস কালচারাল ইনস্টিটিউট-এর ৩৩ বছর পূর্তি উদযাপন
শিশু উৎসব ও মিলনমেলায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অংশগ্রহণ

কিডস কালচারাল ইনস্টিটিউট-এর ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে দুই দিনব্যাপী শিশু উৎসব ও মিলনমেলার আয়োজন করা হয়।

উৎসবে নগরীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকা, আবৃত্তি ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল পরিচালিত ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল শিক্ষার্থীরাও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয় দিনে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে সকল অংশগ্রহণকারীকে সনদপত্র প্রদান করা হয় এবং সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ঘাসফুল-কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের গত তিনমাসে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার এর সহযোগিতায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতা মূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলেভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। গত তিনমাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%। এছাড়া গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নগরীর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে শিশু উৎসব ও মিলনমেলায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে।

Ghashful Foster Children Care Centre প্রকল্প সংবাদ

ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করলেন সিইও

ঘাসফুলের সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী গত ৪ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে অবস্থিত Ghashful Foster Children Care Center পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কেন্দ্রের শিশুদের সার্বিক অগ্রগতি ও শিক্ষার মান পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় শিশুদের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কার্যক্রমে আরও দায়িত্বশীল ও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সংবাদ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

হাটহাজারী ও নিয়ামতপুরে আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ "প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি" প্রতিপাদ্যে গত ১২ আগস্ট ২০২৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি উক্ত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন। তিনি যুবসমাজের সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ ই জাহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সুজন কানুনগো, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রোজিনা বেগম, হাটহাজারী প্রেসক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা নিয়াজ মোর্শেদ। এসময় ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এর নেতৃত্বে ছিপাতলী ইউনিয়নের যুব প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অপরদিকে, নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবসটির শুরুতে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত প্রায় ৫০০ জন যুব নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এস. এম. কামরুজ্জামান। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এবং বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিয়ামতপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এসব কার্যক্রম যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উদযাপন উপলক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে ৩ আগস্ট ২০২৫ এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব ও প্রবীণ ওয়ার্ড ক্লাবের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এসময় পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়নের লক্ষ্যে ৩৬টি ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

অপরদিকে, একই দিনে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৩ নম্বর ভাবিচা ইউনিয়নে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে এক ব্যতিক্রমী পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করে ঘাসফুল। এ কর্মসূচির আওতায় কিশোর, যুব ও প্রবীণ সদস্যদের মাঝে মোট ১৫০টি গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ছিল ৫০টি ফলজ, ৫০টি বনজ ও ৫০টি ঔষধি গাছের চারা।

নিয়ামতপুরের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মিয়া মো. মামুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য মো. মেহেদী হাসান মামুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের এলাকা ব্যবস্থাপক মো. আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

তারুণ্যের অংশগ্রহণে আয়োজিত এসব বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী এবং নওগাঁ'র নিয়ামতপুর

উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ছিপাতলী ইউনিয়ন নিয়ামতপুর ও নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নে গত তিনমাসে ১০২টি স্ট্যাটিক ও ১০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১০৯৬জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ১৯৬জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ২১৬টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল ওয়াশ প্রকল্প সংবাদ

পটিয়ায় ওয়াশ প্রকল্পের ইউসিসি সভায় ঘাসফুলসহ সেরা সংস্থাগুলোর সম্মাননা অর্জন

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সভাকক্ষে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ইউ Rural WASH for HCD প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয় কমিটির ইউসিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকাল পারসন মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ইন্ডিপেনডেন্ট ভেরিফিকেশন কনসালটেন্ট মোহাম্মদ ইলিয়াছ সিরাজী। সভা পরিচালনা করেন ঘাসফুল পটিয়া এরিয়ার ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সামাজিক ও আর্থিক প্রভাব এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে পটিয়া উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর অর্জন বিশ্লেষণ করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল, পপি ও ইপসা'র প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১৬টি সংস্থার ২৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (RMTP) সংবাদ

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিনমাসে ১৫টি ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমসাময়িক বিষয় বিশেষ করে বাচ্চার দামের উঠানামা, ফিডের বিকল্প কাঁচামালের ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদিত প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয়সহ বিভিন্ন মার্কেট লিংকেজের ইস্যু নিয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

সভায় পণ্য ও সার্ভিসের সরবরাহ চেইন উন্নয়ন এবং বাজার ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে এক্টরদের মাঝে সমন্বয় ও সমঝোতা সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ (খামারী, এলএসপি, ফিড ও বাচ্চার ডিলার, ভ্যাকসিন ও ওষুধ ব্যাবসায়ী, হ্যাচারি মালিক, ফিডের কাঁচামাল

সরবরাহকারী) উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে ১৪০ জন পুরুষ ও ১৬০ নারীসহ মোট ৩০০ জন উপকারভোগী সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

পেকিন হাঁস পালন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন ও খামারিকে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান

আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পেকিন জাতের হাঁস পালন বিষয়ে মোট ৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক ও লাভজনক হাঁস পালন পদ্ধতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় খামারিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রদর্শনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পেকিন হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ের জন্য নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে নওগাঁ সদর উপজেলায় ০২ জন, বদলগাছী উপজেলায় ০৩ জনসহ মোট ৫ জন খামারিকে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ১২,৫০০ টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

এই উদ্যোগের ফলে খামারিরা হাঁস পালন কার্যক্রমে আগ্রহী হচ্ছেন এবং বিকল্প আয় সৃষ্টির পাশাপাশি পুষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ক্যাম্বেল হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ে ২৪ খামারিকে অনুদান

নওগাঁ জেলায় হাঁস পালন খাতে উৎসাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্বেল জাতের হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ে ২৪ জন খামারিকে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বদলগাছি উপজেলায় ৩ জন, নজিপুরে ৫ জন, মান্দায় ১০ জন, মহাদেবপুরে ৪ জন এবং নওগাঁ সদরে ২ জন খামারিকে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ৬০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

উন্মুক্ত জলাশয় ও বিল অঞ্চল সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলে হাঁস পালন দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ক্যাম্বেল জাতের হাঁস রোগবালাই কম এবং ৪-৫ মাসের মধ্যেই ডিম দেওয়া শুরু করায় এটি খামারিদের জন্য লাভজনক। অনুদানপ্রাপ্ত খামারীরা প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কৃত্রিম হ্যাচারিতে উৎপাদিত ডিম ন্যায্যমূল্যে নিয়মিত সরবরাহ করবেন।

সোনালী এ গ্রেড বাচ্চা ক্রয়ে ২১ খামারিকে ভর্তুকি প্রদান

খামার বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে নওগাঁ জেলায় মাল্টি কালার টেবিল চিকেন/সোনালী এ গ্রেড বাচ্চা ক্রয়ে আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে ২১ জন খামারিকে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত তিন মাসে বদলগাছি উপজেলায় ৭ জন, নজিপুরে ১১ জন ও মান্দায় ৩ জন খামারিকে জনপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ৫২,৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

দেশি মুরগীর স্বাদের অনুরূপ হওয়ায় সোনালী জাতের ডিম ও মাংসের চাহিদা বেশি। এ জাতের মুরগী ৪৫৫০ দিনে ৭০০-৮৫০ গ্রাম ওজনে পৌঁছে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হওয়ায় খামারিরা এতে আগ্রহী হচ্ছেন। অনুদানপ্রাপ্ত খামারিরা উৎপাদিত মুরগী প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত হালাল হাইজিন পোল্ট্রি চেইন শপে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করছেন। ক্লাস্টারভিত্তিক খামার গড়ে ওঠায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রেতারা সরাসরি খামারীদের থেকে মুরগী সংগ্রহ করছেন।

বদলগাছিতে হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন

পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার বদলগাছি ইউনিয়নে ৩টি হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চেইন শপ মালিকদের সঙ্গে কন্টাক্ট গ্রোয়ার খামারিদের লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী খামারিদের উৎপাদিত নিরাপদ ও মানসম্মত পোল্ট্রি পণ্য সরাসরি চেইন শপে বিক্রি করা হবে। এতে খামারে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ও গ্রোথ প্রোমোটার প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জিএপি (GAP) অনুশীলনের মাধ্যমে খামার পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চেইন শপগুলো থেকে সাধারণ ভোক্তারা সহজেই ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি পরিমাণে রেডি-টু-কুক হালাল পোল্ট্রি পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। এর ফলে ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কন্টাক্ট খামারিরা ন্যায্যমূল্যে মুরগী বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন।

হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী উন্নয়ন

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় একটি হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী উন্নয়ন করা হয়েছে। এ হ্যাচারীর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত বাণিজ্যিক হাঁস খামার থেকে নিয়মিত ডিম সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে বাচ্চা উৎপাদন করা হচ্ছে।

হ্যাচারী মালিক নিয়মিত কন্ট্রাক্ট খামারগুলো পরিদর্শন করেন এবং মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করতে খামারিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।

চিকেন কুব মডেলে দেশী মুরগী পালন কার্যক্রম সম্প্রসারণ

ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বদলগাছিতে ৩টি, মহাদেবপুরে ১টি ও পত্নীতলায় ২টিসহ মোট ৬টি দেশী মুরগীর প্যারেন্টস্টক উৎপাদনের জন্য চিকেন কুব মডেল খামার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি খামারে গড়ে ১২০টি করে দেশী মুরগী রয়েছে।

দেশী মুরগী পালনে প্রতি ১০টি মুরগীর জন্য ১টি মোরগ রাখার নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। বিশেষ আবাসন ব্যবস্থার ফলে মা মুরগীর বাৎসরিক ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্যারেন্টস্টক উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

খাঁচা পদ্ধতিতে কবুতর পালন প্রদর্শনী স্থাপন

পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলায় খাঁচা পদ্ধতিতে কবুতর পালন বিষয়ে মোট ৯টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁ ৪টি, কিতীপুরে ১টি, মহাদেবপুরে ২টি এবং চৌমাসিয়ায় ১টি। প্রতিটি খামারে গড়ে ৮০ জোড়া করে কবুতর পালন করা হচ্ছে, যা বিকল্প আয় সৃষ্টি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন

পোল্ট্রি খাতে খামারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর খামার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও রোগের ঝুঁকি কমাতে এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল শেড স্থাপনে খামারিরা আগ্রহী হচ্ছেন।

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় 'মেসার্স আরিফ পোল্ট্রি ফিড' নামে একটি আধুনিক পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খামারটিতে কুলিং প্যাড, স্প্রিংকলার, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র, ত্রিফল ফ্যান এবং এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পানির অপচয় রোধে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ডিভাইসের মাধ্যমে ফ্যান, লাইট, মোটর ও স্প্রিংকলার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এর ফলে খামারে বার্ড ইউনিফরমিটি বজায় থাকছে, মৃত্যুহার কমছে এবং উৎপাদন ও বৃদ্ধি হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র পোল্ট্রি উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং রোগ ঝুঁকি কমাতে আরামদায়ক পোল্ট্রি শেড স্থাপনে খামারিরা আগ্রহী হচ্ছেন।

গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বদলগাছি ইউনিয়নের ১১টি খামারকে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মোট ১,১০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। খামারে অটোমেটিক পানির ড্রিংকার, ছাদে স্প্রিংকলার, আর্দ্রতা ও অ্যামোনিয়া গ্যাস পরিমাপক যন্ত্র এবং তাপমাত্রা নির্ণয়ের সেন্সর-বেইসড অটোমেটেড ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডার ক্ষেত্রে অটোমেটিকভাবে ফ্যান ও লাইট চালু করা যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে খামারে পোল্ট্রি পালনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, উৎপাদন ও বার্ডের স্বাস্থ্য উন্নত হচ্ছে।

খামারের ভৌত কাঠামো উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি

নিরাপদ পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে অনলাইন প্রচারণা

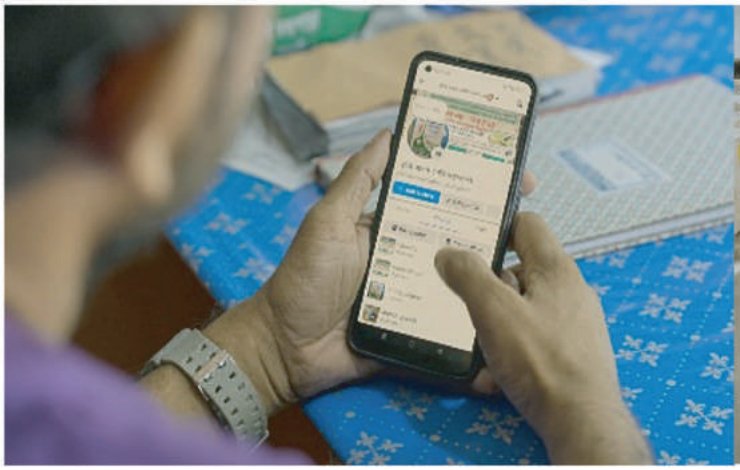

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় খামারীরা আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন। ব্যবসার প্রসার এবং নিরাপদ পণ্যের প্রচারের জন্য অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় ২ জন উপকারভোগী সদস্যকে অনলাইন প্রচারণার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৩০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তারা বিভিন্ন মোড়কজাত পণ্য যেমন প্যাকেটজাত মাংস (২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি) এবং জৈব সার (১, ২ ও ৫ কেজি) প্রয়োজনমতো কিনতে পারবেন।

প্রকল্প স্টাফ ও কারিগরি কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের স্টাফ ও কারিগরি কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা চৌমাসিয়া শাখায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া। এসময় নওগাঁ জোনের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান প্রকল্পের কার্যক্রম ও ঋণ ব্যবস্থার সমন্বয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও প্রকল্প এলাকার ১০টি শাখার এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ কর্মকর্তার নওগাঁয় আরএমটিপি (পোল্ট্রি) প্রকল্প পরিদর্শন করেন

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি (পোল্ট্রি) ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন পিকেএসএফ-এর কনসার্ন অফিসার জনাব মোঃ শামসুল হুদা।

পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং উপকারভোগী সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, "স্থানীয় ও জাতীয় বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নিশ্চিত করতে উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, সঠিক ব্র্যান্ডিং এবং আধুনিক প্যাকেজিং অপরিহার্য।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবহার উপকারভোগীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ঘাসফুল সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, পিকেএসএফ-এর এই দিকনির্দেশনা উপকারভোগীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও অনুপ্রেরণাদায়ক, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় বাজারে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করবে।

Extended Community Climate Change Project (ECCCP) সংবাদ

নিয়ামতপুরে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপশন গ্রুপের মাসিক সভা

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় গত তিন মাসে ২০টি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation) গ্রুপের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাগুলো পরিচালনা করেন ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন অফিসার জনাব জাহাঙ্গীর আলম। স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল টেকসই ও খরা সহনশীল কৃষি পদ্ধতি, অডউ প্রযুক্তি ব্যবহার, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার, অতিরিক্ত পানিনির্ভর ফসল চাষের প্রভাব এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত Extended Community Climate Change Drought Project (ECCCP-Drought) প্রকল্পের আওতায় সভায় সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও খরার প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। এই মাসিক সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের (সিসিএজি) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (CCG)-এর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত তিন মাসে ২২০ জন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ১০১ জন পুরুষ এবং ১১৯ জন নারী।

প্রশিক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল, দুর্যোগ প্রস্তুতি, কমিউনিটি ভিত্তিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং খরা সহনশীল ফল ও ফসল চাষাবাদ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। প্রকল্পের নির্ধারিত ১২ ব্যাচের মধ্যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১ ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

পানিশাইল গ্রামে সিসিএজি গঠন

ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় পানিশাইল গ্রামে কমিউনিটি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (CCG) গঠন করা হয়েছে। আলোচনা সভায় প্রকল্প কর্মীরা দলের উদ্দেশ্য, ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ তুলে ধরেন।

নতুন গঠিত এই সিসিএজি প্রতি মাসে নিয়মিত সভা করবে এবং প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কমিউনিটি মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন পদ্ধতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

পুকুর সীমারেখা নির্ধারণ সম্পন্ন

ঘাসফুল ইসিসিসিপি ড্রাউট প্রকল্পের আওতায় পুনঃখনন কার্যক্রমের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রাথমিক সীমারেখা নির্ধারণে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ উদ্যোগের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান পুকুরগুলোর পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে খরার প্রভাব হ্রাস করা এবং সেচ ও গৃহস্থালি কাজে পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। কমিউনিটি এবং ভূমি জরিপকারীর সহায়তায় নির্বাচিত পুকুরগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খাল সীমারেখা নির্ধারণে কমিউনিটি ঘোষণা

ঘাসফুল ইসিসিসিপি ড্রাউট প্রকল্পের আওতায় ১৯ আগস্ট ২০২৫ পুনঃখননের জন্য নির্ধারিত ১৮টি খালের সীমারেখা সংক্রান্ত কমিউনিটি ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক সদস্যকে খাল নির্বাচনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া ও সীমারেখা নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদানে যুক্ত করা হয়েছে।

উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যমান খালগুলোর পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যা কৃষিজমিতে সেচের পানি সহজলভ্য করবে এবং খরার নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে সহায়তা করবে। মোট ১৮ কিলোমিটার খালের সীমারেখা নির্ধারণ ও প্রাক্কলন মাপজোখ সম্পন্ন হয়েছে এবং পুনঃখনন কার্যক্রম শুরুর জন্য দরপত্র প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার উপযোগী অবস্থায় রয়েছে।

SMART প্রকল্পের সংবাদ

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে PKSF-এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন SMART প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত পরিবেশ ক্লাবগুলোর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ফলচাষী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মধ্যে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব চর্চা বিস্তারে এসব ক্লাব কাজ করছে।

গত তিন মাসে নির্মল পরিবেশ ক্লাব, সাপাহার মডেল পরিবেশ ক্লাব, রাসুলপুর, আমন্তপুর, পাতারী, শ্যামনগর ও অর্জুনপুর পরিবেশ ক্লাবের ৩টি করে মোট ২১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় পুরুষ ৩৪৪ জন ও নারী ৬৮ জনসহ মোট ৪১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সভাগুলোতে ফলচাষ ও বাগান পরিচর্যায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাথী ফসল চাষ ও মালচিং পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও আম চাষের গুরুত্ব, বাজারজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং চাষিদের বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভাগুলোতে প্রকল্প ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরিবেশ ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ু বিপদাপন্নতা, RECP ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত SMART প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জুলাই–সেপ্টেম্বর'২৫) "জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে মোট ৬টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৬টি ব্যাচে ১২১ জন নারী ও ২৭ জন পুরুষসহ মোট ১৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, RECP (Resources Efficient and Cleaner Production) পদ্ধতির প্রয়োগ, ড্রিপ ইরিগেশন ও ই-স্প্রিংকলারসহ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল কৃষি অনুশীলন এবং টেকসই উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা. শাপলা খাতুন, অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, সাপাহার সরকারি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং নওগাঁ ডিডি অফিসের কৃষি প্রকৌশলী কোরবান আলী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণা পেয়েছেন, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও কৃষি উৎপাদন উন্নয়নে সহায়ক হবে।

"মডেল ME"-তে জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন

নওগাঁর পত্নীতলা ও নিয়ামতপুর উপজেলার দুই কৃষক, মো. জাহাঙ্গির ইসলাম ও মো. মোত্তালেব হোসেন, সফলভাবে আদর্শ/মডেল এন্টারপ্রাইজ (ME) হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা জলবায়ু-সহনশীল রিসোর্স এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ক্লিনার প্রোডাকশন (RECP) পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছেন।

পত্নীতলার মো. জাহাঙ্গীর ইসলাম তার জমিতে ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন করেছেন। এই সিস্টেমে ফসলের সারিতে পাইপ ও ইমিটার বসিয়ে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে গাছের শিকড়ে সরাসরি পৌঁছে যায়। এতে ৭৫% পর্যন্ত পানি সাশ্রয় হয়, খরাপ্রবণ এলাকায় পানি অপচয় কমে এবং বিদ্যুতের ব্যবহারও কমে। একই সঙ্গে গাছের পাতা শুকনো থাকে, রোগের ঝুঁকি কমে এবং ফসলের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

নিয়ামতপুরের মো. মোত্তালেব হোসেন তার জমিতে স্প্রিংকলার ইরিগেশন প্রবর্তন করেছেন। এই পদ্ধতিতে পানি পাইপলাইনের মাধ্যমে স্প্রিংকলার হেডে প্রবাহিত হয় এবং ফসলের উপর বৃষ্টি সদৃশভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। স্প্রিংকলার পদ্ধতি বড় খোলা মাঠে সমানভাবে পানি বিতরণ করে, শ্রমিকের প্রয়োজন কমায় এবং বন্য সেচের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পানি সাশ্রয় নিশ্চিত করে।

উভয় কৃষকই জলবায়ু-সহনশীল সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ নিশ্চিত করেছেন।

"বেসিক ME"-এর RECP বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা

ঘাসফুল SMART প্রকল্পের আওতায় বেসিক মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (ME)-দের জন্য রিসোর্স এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ক্লিনার প্রোডাকশন (RECP) বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত তিন মাসে ২১৭ জন নারী ও ৭১ জন পুরুষসহ মোট ২৮৮ জন উদ্যোক্তাকে RECP-র মূল নীতিমালা অনুসরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণে যান্ত্রিকভাবে আগাছা পরিষ্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (OHS), শক্তি-সাশ্রয়ী চাষাবাদ ইত্যাদিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উদ্যোক্তাদের ব্যাটারি চালিত স্প্রেয়ার মেশিন, সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি, প্রুনিংয়ের জন্য মই, সিকেচার, ছত্রাকনাশক ট্রাইকোডার্মা, মাসকালাই ও জৈব বালাইনাশক ক্লিবিওসহ বিভিন্ন RECP সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

এছাড়াও ড্রিপ ইরিগেশন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার, জৈব-অজৈব সারের সমন্বয় (IFM) নিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, যা উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও টেকসই চাষাবাদ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

Community-based Adaptation for Resilient Empowerment of Adivasi in the Barind Region of Naogaon (CARE) প্রকল্প সংবাদ

জলবায়ু অভিযোজন ও নারীর ক্ষমতায়নে ঘাসফুলের অভিনব উদ্যোগ

নওগাঁয় আদিবাসী নারীদের মাঝে খরা-প্রতিরোধী হাঁস-মুরগির ঘর বিতরণ

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অভিযোজনের পথে প্রস্তুত করা এবং নারীদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্প। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার জিওল আদিবাসী পাড়ায় ৪ আগস্ট ২৩ জন আদিবাসী নারী সদস্যের মাঝে ২৩টি খরা-প্রতিরোধী ও স্বাস্থ্যসম্মত হাঁস-মুরগির ঘর বিতরণ করা হয়।

প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিশাত তাসনিম সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঘর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বদলগাছী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান ছনি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অভিযোজনের পাশাপাশি নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা সময়ের দাবি। ঘাসফুলের এই মানবিক ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ প্রশংসনীয়।"

বিতরণকৃত হাঁস-মুরগির ঘরগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো – তিনদিকে নেট সংযুক্ত কাঠামো, পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, ব্রিডিং উপযোগী পৃথক চেম্বার এবং খরা সহনশীল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ স্থানীয় আদিবাসী নারী ও পুরুষরা।

উল্লেখ্য প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর ও বদলগাছী ইউনিয়নের বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে ইতোমধ্যে (জুলাই–সেপ্টেম্বর'২৫) পর্যন্ত মোট ৫০টি খরা-সহনশীল হাঁস-মুরগির ঘর বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘর স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্মিত, যাতে অতিরিক্ত তাপ ও খরার কারণে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমানো যায়। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, ভবিষ্যতে আরও পরিবারকে এই ধরনের সহায়তার আওতায় আনা হবে। তাদের প্রত্যাশা, এই উদ্যোগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিরাপত্তা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়ায় একটি কার্যকর ও অনুকরণীয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পের উদ্যোগ

নওগাঁয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিবেশবান্ধব সবজি বাগানের উপকরণ বিতরণ

খরা সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির প্রসারে ইউএনডিপি'র সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল কেয়ার প্রকল্পের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর ও বদলগাছী ইউনিয়নের কয়েকটি আদিবাসী গ্রামে সবজি বাগানের প্রদর্শনী প্লটের কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৯ আগস্ট ১২ জন আদিবাসী সদস্যের মাঝে এসব কৃষি উপকরণ হস্তান্তর করা হয়। বিতরণকৃত উপকরণের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থাপনার জন্য ফেরোমন ট্রাপ, ইয়েলো স্টিকি ট্রাপ (হলুদ ফাঁদ), জৈব বালাইনাশক কিউট্র্যাক মেল এবং গবাদিপশুর ক্ষতি থেকে রক্ষায় নেট।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, এই সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে সবজি চাষের ফলে মাটির গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকবে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমবে এবং কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। এ উদ্যোগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। বিশেষত আদিবাসী নারীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা ধীরে ধীরে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন বলে প্রকল্প সূত্রে জানানো হয়।

বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন

ইউএনডিপি ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস্মল গ্রান্টস প্রোগ্রামের আর্থিক সহায়তায় এবং ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন Community-based Adaptation for Resilient Empowerment of Adivasi in Barind Region of Naogaon (CARE) প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বদলগাছী সদর ও মথুরাপুর ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামে বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জুলাই–আগস্ট ২০২৫ সময়ে এ কর্মসূচির আওতায় ১০০টি পরিবারের মাঝে দুইটি করে মোট ২০০টি ফলজ বৃক্ষ বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সহকারী পরিচালক কে. এম. জি. রব্বানী বসুনীয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিশাত তাসনিম ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মো. সাইদুর রহমান সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু অভিযোজন এবং আদিবাসী পরিবারের খাদ্য ও জীবিকাগত নিরাপত্তা জোরদার হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংবাদ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভাগের উদ্যোগে কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স, বিষয়ভিত্তিক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এক্সটারনাল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা হয়। অপরদিকে, এক্সটারনাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ ও অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আধুনিক জ্ঞান ও নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ ও দপ্তর পর্যায়ের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, পেশাগত সক্ষমতা ও সেবার মান উন্নয়নে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) সাইদুর রহমান খান, মোঃ নাছির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়াসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Ratio Analysis & Decision Making	০৮ - ১০ জুলাই ২০২৫	০১	PKSF
Transitional Justice and CSO's Exchange	১১ - ১৩ জুলাই ২০২৫	০১	ANTAR Society for Development
Microenterprise Management and Financing Strategy	২৭ - ৩১ জুলাই ২০২৫	০১	PKSF
রিফ্রেশার্স ও কর্মশালা	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	২৭	ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম সংবাদ

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ কার্যক্রমের নিয়মিত সেবা

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সদস্যদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, টিকাদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান করছেন। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটির স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নে ঘাসফুল অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা নিচে উপস্থাপন করা হলে

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৩৭০
টিকাদান কর্মসূচি	২৮১
পরিবার পরিকল্পনা	২২৭
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৬৪৪৯
হেলথ কার্ড	৬৬০

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৫

ঘাসফুলকে পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষ সম্মাননা

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'২৫ উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগীয় ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ অবদান রাখায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলকে সম্মাননা স্মারকে ভূষিত করেছে বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল – "ন্যায্য ও সম্ভাবনাময় বিশ্বে পছন্দের পরিবার গড়তে প্রয়োজন তারুণ্যের ক্ষমতায়ন।"

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) শারমিন জাহান। আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডা. অং সুই প্রু মারমা, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের পরিচালক আবু সালেহ মো. ফোরকান উদ্দীন এবং জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের উপপরিচালক বেগম সাহান ওয়াজসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। ঘাসফুলের পক্ষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হসপিটালের সহযোগিতায় সাপাহার, নিয়ামতপুর, সরাইগাছি ও নাচোল উপজেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়ে কেন্দ্রের উদ্যোগে মোট ২টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পগুলিতে দরিদ্র ও সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চোখ পরীক্ষা, চশমা বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, চক্ষু স্বাস্থ্য রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	২	২৩৩	৭৯	৩৫
মোট	২	২৩৩	৭৯	৩৫

Medical Centers for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP)

ঘাসফুল কারিতাসের সহযোগিতায় জানুয়ারি ২০২৫ থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাকলিয়া এলাকার (ওয়ার্ড নং ১৭, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫), পাহাড়তলী আকবরশাহ এলাকার (ওয়ার্ড নং ০৮, ০৯, ১৩ ও ১৪), সীতাকুন্ড উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়ন এবং বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে "Medical Centers for the Marginaliæed and Poorest of the Poor (MCMPP)" প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র নারীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে, যা নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তারই ধারাবাহিকতায় গত তিনমাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২৫)

* উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৩টি।
* পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয় - ৩৮৭জনকে।
* প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয় - ৪৯জনকে।
* মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় – ৪৯ জনকে।
* বয়োঃ সন্ধিকালীন সেবা প্রদান করা হয় - ১০ জনকে।
* রেফারেল / কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয় - ৪ জনকে।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম সংবাদ

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪০৩৬
সদস্য সংখ্যা	৭২,২২০
সঞ্চয় স্থিতি	৯৪,৫৪,৩,৩৭৭৮
ঋণ গ্রহীতা	৫৬,১৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	৩৪৬,০৮৪,৬৭,৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৩২,১১১,৮৮০,৫৮০
ঋণ স্থিতির পরিমান	২,৪৯৬,৫৮৭,১২১
বকেয়া	২৩১,৩০৮,৪৪২
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১২৯জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৪২,৩৮,৩০২/-(বিয়াল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত দুই) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৯,২২,৮৫৩/- (নয় লক্ষ বাইশ হাজার আটশত তিপান্ন) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৬,৪৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা।

শোক সংবাদ

পিতৃবিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল হাটহাজারী সদর শাখার সহকারী কর্মকর্তা মোঃ ইয়াছির আরাফাতের পিতা মো. নাছের চৌধুরী ৮ জুলাই ২০২৫ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল মিয়াবাজার শাখার হিসাবরক্ষক আব্দুর রহমানের পিতা বদিউজ্জামান ভোলা মেম্বার ১১ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল অডিট বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নুরুজ্জামান-এর মমতাময়ী মা ১২ জুলাই ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঘাসফুল-এর পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হয়।

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১২৯তম সভা অনুষ্ঠিত .... শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া এবং অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট পাশসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘাসফুলের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর নওগাঁ সফর .... শেষ পৃষ্ঠার পর

সময় ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সফরকালে মাঠপর্যায়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি কার্যক্রম আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। সংশ্লিষ্টদের মতে, ঘাসফুলের সিইও'র এই সরেজমিন সফর মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করবে এবং নওগাঁ অঞ্চলে সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জনাব জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব সাইদুর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) জনাব কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে ১২ হাজার গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ .... শেষ পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র অংশ হিসেবে এবং বনায়নের সহযোগিতায় এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় গত ১৪ জুলাই ২০২৫। কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ১৬ জুলাই বুধবার কারিতাস বাংলাদেশের সহযোগিতায় বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এমসিএমপিপি প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগণের মাঝে দুই হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁশখালী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব ইমতিয়াজ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তানজিম ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কারিতাস চট্টগ্রামের এমসিএমপিপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী ব্রায়ান এন্থুনি, প্রোগ্রাম অফিসার ও কর্মসূচি প্রধান এমদাদুল ইসলাম, স্থানীয় ইউপি সদস্য বেলাল উদ্দিন, ঘাসফুলের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনূর রশীদ এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকল্পের মাঠকর্মী আয়াতুন নূর।

এসব প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝেও চারা বিতরণ করা হয়, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে পরিবেশবান্ধব মানসিকতা গড়ে ওঠে।

বর্তমান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটময় সময়ে ঘাসফুলের এই সামাজিক বনায়ন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ, যা ২০০২ সাল থেকে কর্ম-এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশান। এ ধরনের কার্যক্রম শুধু পরিবেশ সংরক্ষণেই নয়, বরং সমাজে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তন ও সবুজ ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বক্তারা বলেন, "গাছ লাগানো একটি উৎকৃষ্ট সদকায়ে জারিয়া। একটি গাছ শুধু মানুষের জন্য নয়, পশু-পাখি ও অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবনধারণের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।"

তারা আরও বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় নতুন গাছ লাগানোর পাশাপাশি বিদ্যমান বৃক্ষ সংরক্ষণে সবাইকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

(এক নজরে):

- ✔ সপ্তাহব্যাপী সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি
- ✔ মোট চারা বিতরণ: ১২,০০০টি
- ✔ অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান: ২২টি মাদ্রাসা, ৩৩টি স্কুল, ২টি কলেজ, ৭টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ৫টি কবরস্থান, ১টি শ্মশান।
- ✔ স্থান: চট্টগ্রাম মহানগরীসহ সীতাকুন্ড, হাটহাজারী, পটিয়া, কর্ণফুলী, আনোয়ারা ও বাঁশখালী উপজেলা।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২৫ • সংখ্যা ০৩
• জুলাই - সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৪ বছর

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১২৯তম সভা অনুষ্ঠিত

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট পাশসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গত ৭ জুলাই ২০২৫ ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১২৯তম সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার শুরুতে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম.এল. রহমান এবং ঘাসফুলের যাত্রাপথে প্রয়াত সহযাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। নির্বাহী কমিটির এ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন সহ-সভাপতি শিব নারায়ণ কৈরী, সাধারণ সম্পাদক মাফরুহা সুলতানা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহানা বেগম, কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম এবং পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার

◢ বাকী অংশ ২০তম পৃষ্ঠায় দেখুন...

ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর নওগাঁ সফর

আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "ঘাসফুলের সেবামূলক কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত, কার্যকর ও টেকসই করতে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের মান, সময় ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মাঠপর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও অগ্রগতি মূল্যায়ন ঘাসফুলের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী গত ০৪ থেকে ০৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নওগাঁ সফর করেন। সফরকালে তিনি নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি তিনি প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। এ সময় আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "ঘাসফুলের সেবামূলক কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত, কার্যকর ও টেকসই করতে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের মান,

◢ বাকী অংশ ২০তম পৃষ্ঠায় দেখুন...

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি;

সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে ১২ হাজার গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা সলিম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

পরিবেশ সংরক্ষণ ও একটি সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে শুরু হয়েছে বৃহৎ পরিসরের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি। চলতি বছরের সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীসহ বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় মোট ১২ হাজার ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org